গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী এর
উপ-পরিচালক ও পরিচালক

এবং

মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ০১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা	৩
আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৬-৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা	১২

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী এর উপ-পরিচালক, পরিচালক

এবং

মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে এই বার্ষিক প্রতিবেদন কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Ministry / Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- **সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ :**

  সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহন, ৪০০৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুমের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরন পূর্বক কার্যক্রম পরিচালানা সম্পন্ন করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে ২২৪৮৪৫২ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। মনিটরিং ও মূল্যালয়ন ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এমপিও বিকেন্দ্রীকরণে ও অনলাইন পদ্ধিতি চালুকরণ। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার প্রসার। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

- **সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:**

  শিক্ষা প্রশাসন শক্তিশালীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নের সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা উপকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেন্ডার সমতাকরণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হ্রাস সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য নিয়মিতভাবে সময়মত এন টি আর সি এ এর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশে বিভিন্ন সৃজনশীল ও প্রতিযোগিতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন; সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির উপর শিক্ষকদের বেশি বেশি ট্রেনিং প্রয়োজন, ইনহাউজ ট্রেনিং অথবা বিভিন্ন প্রজেক্ট থেকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এর মাধ্যমে ক্লাশ নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক এর স্বল্পতাদূরীকরণ। শিক্ষকদের কম্পিউটার এর উপর ট্রেনিং এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা।

- **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

  জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। এছাড়া ক্রমবর্ধমান শিক্ষা চাহিদা পুরনের লক্ষ্যে মানসম্পন্ন নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং নৈতিকতাসমৃদ্ধ সুনাগরিক গড়ে তোলা। টেকসই দক্ষ জনসম্পদ ও দেশপ্রেমিক দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অবদান রাখা। সকল শিক্ষক/কর্মকর্তাদের ল্যাপটপ সরবরাহের জন্য সহজশর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা।

- **২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:**

  - শিক্ষা প্রশাসনের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও ৪৩টি সরকারি কলেজ, ৫৪২টি বেসরকারি কলেজ, ১৪১টি বেসরকারি স্কুল এ্যান্ড কলেজ ৩৭টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ২৭৬৫টি বেসরকারি বিদ্যালয়ে কার্যকর মনিটরিং।
  - শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে মান ও সমতা নিশ্চিতকরণ।
  - সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ।
  - ৪০০৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম বাস্তবায়ন।
  - জোড় মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ০৮টি জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত অনলাইন এমপিও আবেদন ১৯ দিনের মধ্যে শতভাগ বাস্তবায়ন।
  - ২৭৬৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন বাস্তবায়ন।
  - বিভাগীয় পর্যায়ে সৃজনশীল মেধা অন্বেষন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

সেকশন ১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ(Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি(Functions)

১.১ রূপকল্প (Vision): রাজশাহী অঞ্চলে অত্যাধুনিক ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, সমতাভিত্তিক, নৈতিকতাসমৃদ্ধ ও দেশপ্রেমিক দক্ষ জনশক্তি তৈরি।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন।
২. শিক্ষা প্রশাসনের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও কার্যকর মনিটরিং।
৩. শিক্ষার সমতা নিশ্চিতকরণ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।
২. কার্যপদ্ধতি, কর্ম পরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন।
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১. রাজশাহী অঞ্চলের সকল জেলা শিক্ষা অফিসের জেলা শিক্ষা অফিসার/সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারবৃন্দের /সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সকল অফিসারবৃন্দের পি.আর.এল /পেনশন/সকল প্রকার ছুটি/জিপিএফ অগ্রিম ঋণ এবং অন্যান্য কাগজপত্রাদি মহাপরিচালক, মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ।

২. অঞ্চলের আওতাধীন কর্মচারীদের পি.আর.এল /পেনশন/সকল প্রকার ছুটি/জিপিএফ অগ্রিম ঋণ কার্যক্রম অত্র দপ্তর হতে নিস্পত্তি।

৩. অঞ্চলের মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিস ও সরকারি বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক/কর্মচারী বদলী।

৪. অনলাইন এমপিও কার্যক্রম।

৫. বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও ক্রীড়া সমিতির উপ-আঞ্চলিক খেলাধুলা পরিচালনা।

৬. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত কার্যক্রম ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের ব্যবস্থা করা।

৮. সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ।

৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের বিষয়ে তদারকি করা।

১০. শিক্ষা প্রশাসনে শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ।